BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

www.BDeBooks.Com

কেন এই নির্বাসনদণ্ড

তসলিমা নাসরিন

কোথায় আছি? এই প্রশ্নের উত্তর, আমার বিশ্বাস, কেউ বিশ্বাস করবে না যে, আমি জানি না। না বিশ্বাস করলেও এটা ঠিক যে, আমি জানি না। *আমি কেমন আছি*-র উত্তরও আমার কাছে ওই একই, জানি না। মাঝে মাঝে টের পাই না নিজের অস্তিত্ব। বেঁচে আছি নাকি মরে আছি, বুঝি না। আমার ভেতরের আমিটিকে এখন আমি আর স্পর্শ করতে পারি না। একটা অনুভূতিহীন জড়বস্তুর মতো, একটা প্রায় মৃতমানুষ মতো, পড়ে থাকি। সারাদিন একটা ঘরে। সারারাত একটা ঘরে। মৃত্যু এসে প্রায়ই খুব ঘনিষ্ট হয়ে বসে। কাঁধে হাত রাখে। হ্যাঁ এইরকম ভাবে আজকাল আমি বেঁচে আছি। এর শুরু হঠাৎ সেদিন, কলকাতা থেকে আমাকে উৎখাতের পর নয়। দীর্ঘদিন ধরে, একটু একটু করে আমাকে পান করানো হচ্ছে বিষ, ভেতরে আলগোছে জলজ্যান্ত মৃত্যুকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার ভেতরের আমিটিকে, সাহসী, প্রত্যয়ী, আপোসহীন, দুরন্ত, দুবির্নীত আমিটিকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। আমি টের পাচ্ছি, কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়েও আমি ক্ষমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারি না। আমি নিজে লোকবলহীন একটি কণ্ঠস্বর শুধু। আমার পাশে যারা দাঁড়ায়,অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তাদের মুখ আর দেখা যায় না। তারা অস্পষ্ট হয়ে যায়।

নিজেকে জিজ্ঞেস করছি, কী অপরাধ আমি করেছি? কেন আজ আমি এখানে, যেখানে আমি! এ কী রকম জীবন আমার? আমি চৌকাঠ ডিঙোতে পারবো না, এবং কেউই আমার নাগাল পাবে না! কী অপরাধ আমি করেছি যে আমাকে লোকচক্ষুর আড়ালে জীবন কাটাতে হচ্ছে, থাকতে হচ্ছে অন্তরীণ! কী অপরাধের শাস্তি আমাকে দিচ্ছে এই সমাজ, এই দেশ, এই জগত! নিজের মনের কথা লিখেছিলাম, নিজের বিশ্বাসের কথা লিখেছিলাম কাগজে। কাগজেই লিখেছিলাম, কারও গায়ে পাথর ছুড়ে কিছু বলিনি, কারও মুণ্ডু কেটেও কিছু কোনওদিন লিখিনি। কিন্তু তারপরও আমি অপরাধী। আমার নিজের মত অনেকের মতের চেয়ে ভিন্ন ছিল বলে আমাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। একটা যুগ ছিল, রাজার অবাধ্য হলে শূলে চড়ানো হত। দেশসুদ্ধ লোক দেখতো শূলে চড়া মানুষটির কষ্ট। আমাকেও তো অনেকটা নতুন যুগের শূলে চড়ানো হল। দেশসুদ্ধ লোক কি দেখছে না আমার যন্ত্রণা? যেখছে না কী ভয়াবহ যন্ত্রণা হলে, নিজের ভেতরে নিজের মৃত্যু কতটা হলে, আশাভঙ্গ আর হতাশা কতটা চরম হলে, কতটা ভয়ংকর হলে নিজের বিশ্বাসের কথা মানুষ ফিরিয়ে নেয়, নিতে পারে! কতটা অপমানিত হলে, কতটা ব্রাত্য হলে, কতটা পিষ্ট হলে, কতটা রক্তাক্ত হলে আমি বলতে পেরেছি, আমার ওই বাক্যগুলো তোমরা বাদ দিয়ে দাও, বাদ দিয়ে যদি তোমাদের আরাম হয় হোক, বাদ না দিলে তোমরা কেউই আমাকে

বাঁচতে দেবে না জানি, তোমাদের রাজনীতি, তোমাদের ধর্ম, তোমাদের হিংস্রতা, তোমাদের বীভৎসতা নারকীয় উল্লাসে আমার রক্ত পান করবে, করতেই থাকবে যতক্ষণ না শেষ বিন্দু রক্ত আমার শেষ হয়। উড়িয়ে দাও ওই নিষিদ্ধ শব্দগুলো, উড়িয়ে দাও থোকা থোকা সত্য। শব্দ তো নিতান্তই নিরীহ। সত্য তো নিরস্ত্র। মসি চিরকালই হেরে গেছে অসির কাছে। চারদিকে অসির আস্ফালন। আমার মতো সামান্য মানুষ তাবড় তাবড় শক্তির বিরুদ্ধে কী করে পেরে উঠবো! আমি তো অসত্য জানি না।

আমার শুধু সম্বল ভালোবাসা। মানুষের জন্য ভালোবাসা। ভালোবেসে চেয়েছি মানুষ দীপ্ত হোক, দৃপ্ত হোক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হোক শ্রদ্ধার, স্নেহের। ঘৃণা উবে যাক। যেভাবে ঘৃণা করে মানুষ আমার শব্দ বাক্য উড়িয়ে দিতে চায়, তেমন চেয়েছি মানুষকে ভালো বেসে বেসে মানুষের ভেতরের ঘৃণাকে উড়িয়ে দিতে। সম্ভবত অবিশ্বাস, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, নিষ্পেষণ, নিপীড়ন এসব না থাকলে জগত চলবে না। জগতকে চলতে দিতে হবে, নিজের যাত্রাভঙ্গ করেও। আমি তো অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ এক প্রাণী। এমন এক প্রাণীকে জগত থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে জগতের কিছু যাবে আসবে না। সেটা জানি। ভেবেছিলাম বাংলার বুঝি যাবে আসবে। বাংলা বুঝি ঘুরে দাঁড়াবে। যে বাংলাকে এত ভালোবাসি, সেই বাংলাও মুখ ফিরিয়ে নিল।

ওপার বাংলা থেকে নির্বাসনদণ্ড পেয়ে পৃথিবীর পথে পথে অনাথের মতো ঘুরেছি অনেক বছর। যেই না এপার বাংলায় ঠাঁই পেলাম, দীর্ঘ বছরের অপেক্ষার ক্লান্তি ঝেড়ে শান্তিতে স্বস্তিতে আমার জন্ম জন্ম চেনা বাংলায় জীবন শুরু করলাম, যতদিন বেঁচে থাকি বাংলার নদীমাঠক্ষেতে ঘুরে, বাংলার রোদেজলে ভিজে, বাংলার রূপরসগন্ধে লীন হব। যে বাংলায় পৌঁছোবো বলে হাজার বছর ধরে অমসৃণ পথে হেঁটে হেঁটে নিজেকে রক্তাক্ত করেছি, সেই বাংলা মুখ ঘুরিয়ে নিল। এ কথা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে বাংলায় আমার ঠাঁই নেই। বাংলার মেয়ের, যার বাহিরে অন্তরে কেবলই বাংলা, বাংলা ভাষা বাংলা সংস্কৃতি যার প্রাণ, তার ঠাঁই নেই বাংলায়।

এই দেশের অতিথি আমি, আমার সংযত হয়ে কথা বলতে হবে। আমি কারও অনুভূতিতে আঘাত দিতে এ দেশে আসিনি। সম্ভবত আমি আঘাত পেতে এসেছি। নিজের দেশে আঘাত পেয়েছি, অন্য যে সব দেশে বাস করেছি, আঘাত পেতে পেতে শেষ সম্বল এই ভারতবর্ষে এসেছি আঘাত পেতেই। তারপরও আপনারা আমার অপরাধ নেবেন না, আমি চারদিকে শুনছি যে, এখানে যে রাজনীতি চলে, সে রাজনীতির নাম নাকি ভোটের রাজনীতি, শুনছি যে এদেশে সেক্যুলার হওয়া মানে নাকি মুসলিম-মৌলবাদী-পক্ষ নেওয়া। যত অন্যায়ই তারা করুক, মুখ বুজে থাকা। আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না এসব। আমি শুনতে চাই না এসব। তারপরও চারদিকে তাই দেখছি, পড়ছি, শুনছি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে নাকচোখমুখ বন্ধ করে বসে থাকি। আমার দুঃসহ

www.BDeBooks.Com

একাকীত্বের নির্বাসনে ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে ঘাঁপটি মেরে বসে থাকে, তার সঙ্গে বরং প্রাণের কথা বলি। প্রাণের কথা বলার আমার তো নেই কেউ আর।

আমি বাংলাকে হারিয়েছি। যে বাংলাকে আঁকড়ে ধরে আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, যে বাংলার মাটি কামড়ে আমি পড়ে ছিলাম, সেই বাংলা থেকে আমাকে তুলে, মায়ের কোল থেকে শিশু ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতো, ফেলে দেওয়া হল। আমি আমার মাকে, যে মা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন, হারিয়েছি। নিজের মাকে যেদিন হারিয়েছিলাম, সেদিনের কষ্টের চেয়ে আজকের কষ্ট তো কিছু কম নয়। আমার মা খুব চাইতেন যেন একদিন দেশের মেয়ে দেশে ফিরি। দেশে ফিরতে আমি পারিনি। কলকাতায় পাকাপাকি বাস শুরু করার পর মাকে মনে মনে বলেছিলাম, *মা তুমি দুঃখ কোরো না, নিজের দেশেই ফিরেছি, এপার ওপার অত কী বিচার করতে আছে!*
মাকে বলা হয়নি আর, মুখ ফুটে আমি বলতে পারিনি, যে, আমার এখন উদ্বাস্তু জীবন। বলতে পারিনি, *মা বলে যার মাটিতে মাথা রেখেছিলাম, ঘাড়ধাককা দিয়ে সে আমাকে বের করে দিয়েছে।* বললে আমার নিরীহ মা-টি বড় কষ্ট পাবেন। তাই মাকেও বলি না, মনে মনেও বলি না। বরং নিজেকেই এখন বোধ দেবার চেষ্টা করছি এই বলে যে, অপরাধ নিশ্চয়ই আমি করেছি, অপরাধ না করলে কেন আমার এমন কঠিন নির্বাসনদণ্ড হবে! সত্য বলাটাই কি অপরাধ নয় এই অসত্যের যুগে? কিন্তু সত্য তো আরও মানুষ বলছে, তাদের তো এত দুর্ভোগ পোহাতে হয় না? আমাকে হয় কেন এত পোহাতে? আমি মেয়ে বলেই সম্ভবত। মেয়েদের আক্রমণ করার মতো সহজ কাজ আর কী আছে!
আমি জানি মানুষ আমাকে নির্বাসনদণ্ড দেয়নি। যদি জনগণের মত নেওয়া হত, জানি অধিকাংশই চাইতেন আমি বাংলায় বাস করি। কিন্তু গণমানুষের মতে কি আর গণতন্ত্র চলে। গণতন্ত্র চালায় শাসকেরা, শাসকের সুবিধে যেভাবে হয়, সেভাবে। আমি সামান্য মানুষ। নিজের মতো করে বাস করি, নিজের বিশ্বাসের কথা নিজের মতো করে লিখি। কারও অনিষ্ট করি না। কাউকে ঠকাই না। মিথ্যে বলি না। কোনও অসততা আজ অবদি করিনি। আমার মতো সাধারণ লেখক, রাজনীতির সাতেপাঁচে যে নেই, রাজনীতি যে বোঝে না, তার ওপর যে রাজনীতির অত্যাচার হল, তাকে যেভাবে ঘুটি করা হল রাজনীতির, তাতে সত্যিই কোনও দলের কোনও ভোটের লাভ হবে কিনা জানি না, তবে আমার ক্ষতি হল সবচেয়ে বেশি। মৌলবাদী শক্তি, যে শক্তির বিরুদ্ধে আমি অনেককাল লড়ছি, তাকে অনেক বেশি শক্তিমান করা হল।
এই আমার প্রিয় ভারত, যে ভারতে বসে আমি মানবতা, মানবাধিকার, আর নারীর অধিকারের কথা বলছি, সেই ভারতে আমি যখন আমার বিশ্বাস এবং আদর্শের কারণে আক্রান্ত হই, তখন কোনও রাজনৈতিক শক্তি আমার পক্ষে একটি শব্দ উচ্চারণ করে না, কোনও অরাজনৈতিক দল, কোনও নারীবাদী সংস্থা, কোনও মানবাধিকার সংগঠন আমার পাশে দাঁড়ায় না, আক্রমণের

নিন্দা করে না। না, এই ভারতবর্ষকে আমি চিনি না। তবে এ ঠিক, মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদ করছেন, লেখক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা লিখছেন, আমার লেখা পড়ে বা না পড়ে, কী লিখি না লিখি, না জেনেই মত প্রকাশের পক্ষে মত প্রকাশ করছেন। কিন্তু যখনই মানুষ সংগঠিত, তখন সোচ্চার হওয়ার বদলে হন সংশয়াচ্ছন্ন। ভারতবর্ষের নতুন এই চেহারা দেখে আমি আতঙ্কিত। এটা কি আসলে নতুন চেহারা, নাকি এই চেহারাটাই ভারতবর্ষের আসল! আমি চিরকাল, সেই বালিকাবয়স থেকেই, ভারতবর্ষকে মহান বলেই ভেবেছি। আমার সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ, দৃঢ়, দীপ্ত, এবং দৃপ্ত, স্বপ্নের সেই ভারতবর্ষকে কোনও একদিন দেখবো এবং গৌরব করবো বলেই হয়তো আরও বেশি করে বেঁচে থাকতে চাই। আততায়ীকে অপেক্ষা করতে বলতে চাই। সেদিন মরে যেতে হয়তো আমার দ্বিধা হবে না, যেদিন দেখবো অন্যায়ের এবং অন্ধত্বের বিরুদ্ধে রুখে উঠতে জানে ভারতবর্ষ। আমি আর কদিন বেঁচে থাকবো, ভারতবর্ষকে তো বেঁচে থাকতে হবে হাজার বছর!